মানভূ-মর কথ্য বাংলা ভাষা

- অর্পিতা দাস [৩১]

মানুষের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। এই ভাষা স্থান ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সতত পরিবর্তনশীল। -কা-না একটি ভাষা ব্যবহারকারী জন-মানু-ষর সংখ্যা -বশি হ-ল বা তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত থাকলে এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাষারীতিগত ও উচচারণরীতিগত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর সব উন্নত ভাষার ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। সঙ্গত কারণেই ভাষাতাত্ত্বিকেরা কোনো ভাষা বিশ্লেষণের সময় মূল ভাষার সঙ্গে সেই ভাষার আঞ্চলিক রূপগুলিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন এবং কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এপার বাংলা ওপার বাংলা মিলি-য় বিস্তৃত একটা এলাকার বিপুল সংখ্যক নর-নারী বাংলা ভাষায় নি-জ-দর দৈনন্দিন কাজকর্ম -থ-ক শুরু ক-র তা-দর ভা-লালাগা, খারাপলাগা, হাসি-কান্না প্রভৃতি সকল প্রকার অনুভূতি-ক প্রকাশ ক-রন। বলা বাহুল্য, সুবিস্তৃত এই অঞ্চলের সকল মানু-ষর উচচারণরীতি ও ভাষা প্র-য়া-গর ধরন-ধারণ সম্পূর্ণ একই রক-মর নয়। তা অনেকক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ও স্বতন্ত্র এক-একটা ঠাট অবলম্বন ক-র-ছ। এই ভাষাছাঁদ-ক ভাষাতাত্ত্বিকেরা উপভাষা নামে অভিহিত করেছেন। বাংলা কথ্য ভাষার পাঁচটি আঞ্চলিক রূপ উপভাষারূ-প স্বীকৃত ---- রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, কামরূপি ও ঝাড়খণ্ডি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, একই অঞ্চলের উপভাষার মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায় যাকে বিভাষা বলে। এক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যা-সর কথা বল-তই হয়। ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শ্রমজীবী-কৃষিজীবী, নারী-পুরুষ প্রমুখের ভাষারীতি ও উচচারণের বিচিত্র রূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। ধ্বনিগত, রূপগত এবং উচচারণগত বিশিষ্টতা ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্র-ত্যক ভাষারই একটি সাধারণ কাঠা-মা আ-ছ। একই কাঠা-মার ম-ধ্য থাক-ল ত-বই তা উপভাষা হিসা-ব গণ্য হয়। কিন্তু পার্থক্য খুব -বশি হ-ল তা-ক আর মূল ভাষার উপভাষা বলা যায় না। তখন তা স্বতন্ত্র ভাষা হিসা-ব স্বীকৃতি লাভ ক-র। দৃষ্টান্ত হিসা-ব বাংলা ও অসমিয়ার কথা বলা যায়। একটা সময় পর্যন্ত অসমিয়া বাংলার উপভাষা ছিল। কিন্তু এ-দর পার্থক্য -ব-ড় যাওয়ায় অসমিয়া আলাদা ভাষার মর্যাদা পায়। মূল ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাগুলির দূরত্ব -ব-ড় যাওয়ার পিছ-ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক অ-নক কারণ থাক-ত পা-র। -সসব কিছুর বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কথ্য বাংলার পাঁচটি উপভাষার মধ্যে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা (পুরুলিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর), ধলভূম, সিংভূমের (এগুলির অধিকাংশই বর্তমানে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঝাড়খণ্ডি উপভাষা প্রচলিত। একটা সময় পর্যন্ত এই উপভাষার -কা-না সাধারণ নাম ছিল না। তাই তা -কাথাও ধলভুঁইয়া, -কাথাও বাঁকড়ি আবার -কাথাও মানভুঁইয়া না-ম পরিচিত ছিল। বর্তমা-ন ধলভুঁইয়া, বাঁকড়ি, মানভুঁইয়া প্রভৃতি-ক

---

[31] অধ্যাপিকা, পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

একত্রে ঝাড়খণ্ডি বলা হয়। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক সুধীরকুমার করণ অবশ্য এগুলিকে 'সীমান্ত রাঢ়ী' ভাষাগুচ্ছ বলে চিহ্নিত করেছেন --- *"প্রকৃতপক্ষে সীমান্ত রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকভাষার তেমন কোনো নামই ছিল না, যদিও লোকনিরুক্তিতে তা কোথাও মানভুঁইয়া, কোথাও ধলভুঁইয়া, কোথাও বাঁকড়ি ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হত। কিন্তু এসব আঞ্চলিক ভাষাই একত্রভাবে 'সীমান্তরাঢ়ী' ভাষাগুচ্ছেরই অন্তর্গত ঝাড়খণ্ডীও এই পর্যায়ভুক্ত। 'সীমান্তরাঢ়ী' মুখ্যত মানভূমকেন্দ্রিক, বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বনিগত কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই বর্তমান।"* (১)

আসলে পূর্বতন মানভূম জেলা ও তৎসংলগ্ন মালভূমি অঞ্চলের বাংলা ভাষাগুচ্ছকে কেউ 'সীমান্তরাঢ়ী', কেউ 'ঝাড়খণ্ডি', কেউ বা 'মানভূমি' ইত্যাদি নামে অভিহিত ক-র থা-কন। পুরুলিয়া -জলায় প্রচলিত মানু-ষর কথ্য ভাষা-কই আমরা সাধারণভা-ব 'মানভূমি' ব-ল চিহ্নিত করেছি এবং তার স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি। মানভূমি বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা সূত্রাকারে সাজাতে পারি ---

(১) মানভূমি কথ্য বাংলায় অনুনাসিক স্বরধ্বনি খুব -বশি ক-র ব্যবহৃত হয়। -যমন - চাঁ, আঁটা, আঁখ, কুঁয়াঁ, উঁট, হাঁতি, হাঁ-ত, খাঁই-য়, হঁই-য়-ছ ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত - '*রাজার লক -দাঁড়ল অজগ্গর সাঁপ টুঁ ই ড়-তা*' (২)

(২) শ-ব্দর আদি-ত অবস্থিত 'ও' কার অ-নক সময়-ই 'অ'-কা-র পরিণত হয়। উদাহরণ হিসা-ব -চার>চর, -লাক>লক, -রাগা>রগা, -বাকা>বকা, -দাকানি>দকানি ইত্যাদির কথা বলা যায়। -যমন - *"আইজ -ক-ন হামা-দর উ-পন / মারা প-ড় র-গ শ-ক?"* (৩)

(৩) মহাপ্রাণতা অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ রূ-প উচচারিত হওয়ার প্রবণতা মানভূমি কথ্য বাংলার একটি উ-ল্লখ-যাগ্য বৈশিষ্ট্য। সুধীরকুমার করণ কলকাতার দি এশিয়াটিক -সাসাইটি -থ-ক প্রকাশিত 'সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ' গ্রন্থের 'ভূমিকা' অংশে এই বিষয়টির দি-ক আ-লাকপাত ক-র-ছন --- *"মানভূম -কন্দ্রিক সীমান্তরাঢ়ী-ত মহাপ্রাণ ধ্বনির প্রাচুর্য একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়।"* (৪) মহাপ্রাণতার ক-য়কটি উদাহরণ এখা-ন -দওয়া হল --- পতাকা > ফৎকা, দূর > ধূর, বুড়া > বুড়হা, গাড়া (গর্ত) > গাঢ়হা ইত্যাদি। -যমন - (১) *"কন এক গাঁ-য় এক বুঢ়া আর এক বুঢ়ী থা ই কথা।"* (৫) (২) *"উই-ঠ দাঁড়হা ছা-ড়্য ভয় / টানাটানি কর-বক আরহই।"* (৬)

(৪) শব্দের আদিতে 'হ' যুক্ত ধ্বনি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। যেমন - আমরা > হামরা, আমা-ক > হামা-ক ইত্যাদি। -যমন - *"হামরা মানভূঞা বঠি।"* (৭)

(৫) ক্রিয়াপদের মধ্যে অবস্থিত হ্রস্ব 'ই' মান্য বাংলায় অপিনিহিতির প্রভাবে অনেক সময় 'এ'কা-র পরিণত হয়। মানভূ-মর ভাষায় তা ক্ষীণ রূপ লাভ ক-র। সমা-লাচক নরনারায়ণ চ-ট্ট াপাধ্যা-য়র ম-ত ---- *"প্রচলিত বাংলায় অপিনিহিতির-ই-লুপ্ত হ-য় -এ- হ-য়-ছ কিন্তু মানভূমী উপভাষায় অপিনিহিতির -ই- ধ্বনি ক্ষীণ হ-য় অভিশ্রুত এ্যা--ক আশ্রয় ক-র-ছ।"* (৮) নরনারায়ণ চ-ট্টাপাধ্যায় এই বিষয়টি-ক 'হ্রস্ব অপিনিহিতি ব-ল ম-ন কর-লও সুধীরকুমার কর-ণর ম-ত তা - *"দুটি স্বরধ্বনির ম-ধ্য -য হ্রস্ব 'ই' ধ্বনি শ্রুত হয় তা আস-ল বিপর্যস্ত হ্রস্ব-ই ধ্বনি।"* (৯) এর ফলে ক্রিয়াপদগুলির একটা বিশেষ গঠন দেখা যায়। যেমন - -দখিয়া>-দ-খ>-দ ই -খ,

লড়িয়া>ল-ড়>ল^{ই}-ড়, যাইয়াছিল>-গছিল>-গ^{ই}লছিল, চলি-ত>চল-ত>চ^{ই}ল-ত ইত্যাদি। -যমন - *"শ-ক দু-খ -খপাঁই যাঁ-য় ছট রাণী যাঁ-য় জ-ল ঝাঁপ দি-য় ম^{ই}রলা"* (১০)

অপিনিহিতি ও বিপর্য-য়র কার-ণ শ-ব্দর ম-ধ্য আগত বা বিপর্যস্ত স্বরধ্বনির ক্ষীণ উচচারণ -থ-ক যায়। এই স্বরধ্বনির -লাপ ঘ-ট না বা অভিশ্রুতিজনিত -য পরিবর্তন তাও অ-নক সময় -দখা যায় না। -যমন - রাতি>রাইত>রা^{ই}ত, কালি>কাইল>কা^{ই}ল ইত্যাদি।

(৬) ঘোষ মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি অনেকক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়। যেমন --- বুড়া>বুঢ়া, পড়া>পঢ়া, বুড়ি>বুঢ়ি, মুড়ি>মুঢ়ি ইত্যাদি। উদাহরণ - *"ভগমান ব^{ই}ল-লন, -যটা-ত -বশি মুঢ়ি ছিল -সটার থা^{ই}-ক আ^{ই}ন-ল নাই -ক-নঃ।"* (১১)

(৭) প-দর -শ-ষ অবস্থিত 'ইয়া' প্রত্যয় 'অ্যা', 'এ' হয়। -যমন - দুনিয়া>দুন্যা, লড়িয়া>লই-ড়্য, শুনিয়া>শু-ন্য ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত - *"আমি উয়া-দর খাবার লা^{ই}-গ থাল পাঠাঁ-য় দিব, রাঁ্যা-ধ্য বা^{ই}-ঢ্য খা-বক।"* (১২)

(৮) মানভুঁইয়া কথ্য বাংলায় অ-নক সময় র>ন, ন>ল--ত পরিবর্তিত হয়। -যমন - নাতিপুতিরা>লাতিপুঁতিলা, -লা-করা>লকঁলা, নয়>লয়, ন-হ>ল-হ, নিল>লিল, নি-য়>লি-য় নদী>লদী। দৃষ্টান্ত - *"জনম্ লিলি এই পুরুল্যায়।"* (১৩)

মানভূমি বাংলার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল ---

১) অস্ত্যর্থক 'বট্' ধাতুর ব্যবহার মানভূমি কথ্য ভাষার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। -যমন - উঠা তুম্হার মিছা কথা বঠে (বটে), হামাদের বহুটা ভালো বঠে (বটে) ইত্যাদি। যৌগিক ক্রিয়াপদে 'আছ্' ধাতুর স্থা-ন 'বট্' ধাতুর প্র-য়াগও লক্ষণীয়। -যমন - করি ব-ঠ (ব-ট) ইত্যাদি।

(২) নামধাতুর অনায়াস প্রয়োগ এই আঞ্চলিক ভাষাকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে। যেমন - পাথরাঁই দিব (পাথর ছুঁ-ড় -ম-র -দব), পুকু-রর জল গঁধা-ছ (গন্ধ কর-ছ), ল্যাতড়াই নি-য় যা-ছ (তাড়ি-য় নি-য় যা-চছ), মাথাটা দুখা-ছ (ব্যাথা কর-ছ) ইত্যাদি।

উপরের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্ট নামধাতুজ ক্রিয়া ভাষাটিকে সরল করে তুলেছে এবং তার স্বকীয়তা-ক ধ-র -র-খ-ছ।

(৩) মুখ্য বা গৌণ কর্মে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন - জল-ক চল, বাপ-ক বল্ ইত্যাদি।

(৪) প্রায়শই '-ল' অনুসর্গীয় প্রত্য-য়র ব্যবহার -চা-খ প-ড়। -যমন - বহুত দূর -ল আসছি -হ, বাঁধ -ল (পুকুর -থ-ক), খাঁ-য় -ল, মা-য়র -ল মাউলির দরদ ইত্যাদি।

(৫) উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম মুই/হামি এবং বহুবচনের সর্বনাম আমরা/হামরা-র রূপ ব্যবহৃত হয় -যমন --- *"হামরাও ইবার -ল'খব পুঁথি / যা-বক তুমার আঁগাস ফা-ট্যা"* (১৪)

(৬) সম্বন্ধ পদ ও অধিকরণ কারকের বিভক্তিহীনতাও দেখা যায়। যেমন - সম্বন্ধ --- পাটনা (পাটনার) শাড়ি ম-ন লা-গ নাই। অধিকরণ --- রা^{ই}ত (রা-ত) ছিলি ঘাটশিলা টাঁ^{ই}-ড়। ইত্যাদি

অনেক সময় অধিকরণ কারকে 'কে' বিভক্তিও দেখা যায়। যেমন - রা^{ই}ত-ক জাড়া-ব ইত্যাদি।

(৭) অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের শেষে স্বার্থিক 'ক'-এর প্রচুর ব্যবহার -দখা যায়। -যমন - কর-বক নাই, খা-বক নাই, কর-লক, যা-বক নাই ইত্যাদি।

(৮) অতীত কালের উত্তম পুরুষে 'ই' বিভক্তি হয়। যেমন - আমি জা-তছিলি, আমি খা-তছিলি ইত্যাদি।

(৯) নঞর্থক উপসর্গ ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন - *"নাঞ চিন্তা দিগমা খাইড়ার / নাঞ তিরসা ভখ্"* [১৫] অ-নক সময় নঞর্থক উপসর্গ পরিবর্তিত হ-য় সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ ক-র। -যমন --- নাই পাইরব>লাইরব ইত্যাদি।

মানভূমি কথ্য ভাষার দৃষ্টান্ত ---

(১) *"গাঁ-য়র একমুড়া-ত থা-ক তাঁতী কুল্হি। তাঁতী-দর ঘ-র খালি একটাই ব্যাটা, বাদবাকি স-বই বিটি-ছইলা। তার লাই-গ -বটা-ছইলাটার আদ-র ঘড়িক ঘড়িক চাদর ভি-জ সপসপ্যা হঁ-য় যায়। -যটি যখন মাইগ্-বক -সটি তখ্-নই দিবার লাই-গ গটা তাঁতী কুলহি উছড়ফাবড় কই-র-ত থা-ক।"* [১৬]

প্রত্যেক আঞ্চলিক উপভাষাই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। মানভূমের কথ্য বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। মান্য চলিতের সঙ্গে ভাষাগত ও উচচারণগত পার্থক্য যাই থাক না কেন মানভূমি কথ্য ভাষা মানভূমবাসীর মনের বহু বিচিত্র ভাষাপ্রকাশের বাহন হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :-

১. সুধীরকুমার করণ, ২০০২, সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ। দি এশিয়াটিক -সাসাইটি : কলকাতা। ভূমিকা।
২. সুধীরকুমার করণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, সীমান্ত বাঙলার লোকযান। করুণা প্রকাশনী : কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা - ২৮০।
৩. জলধর কর্মকার, ২০০৫, হামরা মানভূঞা বঠি। এ.-ক. ডিস্ট্রিবিউটর্স : পুরুলিয়া। দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃষ্ঠা - ২১।
৪. সুধীরকুমার করণ, ২০০২, সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ। প্রাগুক্ত।
৫. সুধীরকুমার করণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, সীমান্ত বাঙলার লোকযান। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা - ২৮৩।
৬. জলধর কর্মকার, ২০০৫, হামরা মানভূঞা বঠি। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা - ২৭।
৭. ত-দব।
৮. নরনারায়ণ চ-ট্টাপাধ্যায়, ১৯৯৬, মানভূমী বাংলা উপভাষা তত্ত্বের ভূমিকা। মুক্তপ্রকাশ : কলকাতা। পৃষ্ঠা - ৬।
৯. সুধীরকুমার করণ, ২০০২, সীমান্তরাঢ়ী ও ঝাড়খণ্ডী বাঙলার গ্রামীণ শব্দকোষ। প্রাগুক্ত।
১০. সুধীরকুমার করণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, সীমান্ত বাঙলার লোকযান। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা - ২৮০।
১১. ত-দব। পৃষ্ঠা - ২৭৭।
১২. ত-দব। পৃষ্ঠা - ২৭৮।
১৩. জলধর কর্মকার, ২০০৫, হামরা মানভূঞা বঠি। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা - ৩০।
১৪. ত-দব। পৃষ্ঠা - ৫।
১৫. ত-দব। পৃষ্ঠা - ৭।
১৬. সুধীরকুমার করণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, সীমান্ত বাঙলার লোকযান। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা - ২৭৫।